প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি

ড. প্রতাপ চন্দ্র রায়

ব্যবহারিক জীবনে বৌদ্ধদর্শন

শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী*

ভূমিকা ঃ- মানব সভ্যতার ইতিহাসে বৌদ্ধদর্শনের প্রভাব অপরিসীম বুদ্ধদেব নিছক তত্ত্ব আলোচনার বিরোধী ছিলেন। তিনি কোন দার্শনিক বা তার তত্ত্ব কোন দার্শনিক তত্ত্ব এমন টা মনে করতেন না। তিনি ছিলেন মূলতঃ সমাজ সংস্কারক ও নীতিশিক্ষক। বুদ্ধদেবের মতে যা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত নয়, তার আলোচনা কেবল সময়ের অপব্যবহার। তার মূল কথা ছিল- কি উপায়ে দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব ? কেবল তত্ত্ব আলোচনায় মানুষের দুঃখের নিবৃত্তি হয়না, নৈতিক চরিত্র গঠন বা সুস্থ সামাজিক পরিবেশ রচনার দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব—এই ছিল বুদ্ধদেবের শিক্ষা। সেজন্য জগৎ সান্ত বা অনন্ত, নিত্য বা অনিত্য, আত্মা দহাতিরিক্ত দ্রব্য কিম্বা, মৃত্যুর পরে এর অস্তিত্ব থাকে কিনা ইত্যাদি তত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নের কোন উত্তর দিতেন না। মানুষের দুঃখ বিনাশ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বুদ্ধদেব বলেন - এই প্রয়োজন সাধন না করে তত্ত্ব বিচারে সময় ক্ষেপণ করা শরবিদ্ধ ব্যক্তির দেহকে শরমুক্ত না করে শরতত্ত্ব বিচার করার মত মূর্খতার কাজ। বোধ বা সম্যকজ্ঞানের আলোকে বুদ্ধের কাছে চারটি মহান সত্য (আর্যচতুষ্টয়) উদ্ভাসিত হয়- দুঃখ, দুঃখ সমুদায়, দুঃখ নিরোধ, দুঃখ নিরোধ মার্গ। সত্যজ্ঞান লাভ করে মানবদরদী বুদ্ধ নির্জন অরণ্যে অথবা পাহাড়- পর্বতে আত্মসমাহিত হয়ে জীবন কাটান নি, পরিবর্তে জীবনের দুঃখ মুক্তির জন্য পদব্রজে দেশের নানা স্থান ঘুরে তিনি তাঁর বোধলব্ধ আর্যসত্য প্রচার করেন। এই ভাবে অহিংসা, প্রেম ও করুণার বাণী প্রচার করে গেছেন। বৌদ্ধ দর্শনের যে তত্ত্ব ই আলোচনা করা হোক না কেন তা মানুষের ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কেই পথ নির্দেশ দেয়। এই আলোচনায় কয়েক টি বিশেষ বিশেষ বিষয় আলোকপাত করা হলো।

অহিংসা ঃ- বৌদ্ধ দর্শনে অহিংসা হল পঞ্চশীলের মধ্যে অন্যতম। প্রাণাতিপাত বিরতির নাম অহিংসা।[১] অহিংসা যে শুধুমাত্র সন্ন্যাসীদের পালনীয় তাই নয়, অহিংসা গৃহী ব্যক্তিদের অবশ্য পালনীয়। অহিংসার মূল কথা এই যে , যে কোন প্রাণীর বিনাশ বা হত্যা থেকে বিরত থাকা। সুত্তণীপাতে বুদ্ধদেব বলেছেন যে, প্রাণী হত্যা অকর্তব্য তাই নয়, প্রাণী হত্যাকে কোন মতেই অনুমোদন করা যায় না। আবার প্রাণী হত্যা কেই কেবলমাত্র হিংসা বলা হয়েছে তা নয় । সবল ও দুর্বল যে কোনো প্রাণী কে আঘাত করাও হিংসা। 'হিংসা' শব্দটিকে বৌদ্ধ দর্শনে যথেষ্ট ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাণী হত্যা শুধুমাত্র হিংসা নয়, প্রাণীর অনিষ্ট কামনা করাকেও হিংসা বলে গন্য করা হয়েছে। প্রাণী শব্দের দ্বারা প্রথমে পশুপাখি কেই বোঝানো হত। কিন্তু পরবর্তী কালে বুদ্ধদেব পশুপাখি ছাড়াও অতি ক্ষুদ্র প্রাণী সম্পর্কে অহিংস আচরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। সুতরাং যিনি প্রকৃত অহিংসক তিনি ক্ষুদ্র বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতিকেও পদদলিত করেন না।

বৌদ্ধ দর্শনে ধর্ম বলতে বোঝানো হয়েছে নীতি নিষ্ঠ কর্ম, যাকে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত বাস্তু সংস্থানের পূর্বাভাস রূপে গন্য করা চলে। বুদ্ধদেব প্রবর্তিত নীতিনিষ্ঠ অহিংস ধর্মে জড়

---

*SACT, দর্শন বিভাগ, শরৎ সেন্টিনারী কলেজ, ধনিয়াখালী, হুগলী।

PRACHIN BHARATIYA SANSKRITI

EDITOR - Dr. Pratap Chandra Roy

PUBLISHER
MANBHUM SAMBAD PUBLICATION PVT. LTD.
DULMI-NADIHA, PURULIA- 723102
PRICE - RS. 450/-

ISBN 978-81-949981-3-6

9 788194 998136